ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
বিংশতিতম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ঃ ধারণাগত বিভিন্নতা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

মোঃ রিয়াজুল হক*

Dependency Theory : Conceptual Difference and Bangladesh Perspective

Md. Riazul Huq

Abstract : Dependency is, absolutely and undoubtedly a historical concept, specially in a democratic country like Bangladesh. Bangladesh is a country of third world, achieved independence in 1971 through a indelible struggle with Pakistan. Thenceforth, Bangladesh has considered in the world as a democratic nation. Notwithstanding a democratic country it cannot refrain herself from dependency. Dependency is not praiseworthy, it's nothing but blameworthy. And however an undemocratic reign develops dependency and destroys self-consciousness. Apart from this, it creates some undesirable situation, which cannot bring a fruitful result for a country for instance, dependency develops foreign culture, create political instability, ill economic condition and eventually destroys human nature which accelerates the dependency also. This paper attempts that dependency theory: conceptual difference and Bangladesh perspective.

* প্রভাষক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা

পঞ্চাশ দশক থেকে অনুন্নত দেশগুলিকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশের ন্যায় উন্নত করার লক্ষ্যেই উন্নয়নের আধুনিকীকরন মডেল প্রবর্তিত হয়। এ মডেলের কেন্দ্রবিন্দু হল পুঁজিগঠন ও প্রবৃদ্ধির হার উদ্দীপিত করা । নির্ভরশীলতা তত্ত্ব উপরোক্ত মডেলেরই সমালোচনা ও বিকল্প ব্যাখ্যা। নির্ভরশীলতা তত্ত্বটি গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে বিকশিত হতে শুরু করে। নির্ভরশীলতার ধারণাটি মূলতঃ ল্যাটিন আমেরিকার আলোকে গড়ে উঠে। বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকার পরিধি ছাড়িয়ে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এই ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের বিভিন্ন দিক এসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যা আলোচ্য আলোচনায় ব্যক্ত করার প্রয়াস পাবে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব - ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

গত শতাব্দীর ষাট, সত্তর ও আশি দশকে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হয়। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রথম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন পল ব্যারেন ১৯৫৭ সালে তার The Political Economy of Growth শীর্ষক গ্রন্থে। এই ধারণার দিক নির্দেশকগণ হলেন - রাউল প্রেবিশ, সুনকেল, ফুর্তাদো, সন্তোষ, আর এম মারিনি, আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক, আরিঘিরি ইমানুয়েল, সমীর আমিন প্রমুখ। তাঁরা মনে করেন আজকের সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অনুন্নত ব্যবস্থা বিরাজ করছে তা এসব দেশের আদি বা সনাতন প্রকৃতির কারণে নয় বরং তা ঘটেছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় - প্রথম বিশ্ব উন্নত হয়েছে তারই ফল হিসাবে। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বের উপর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাঠামোগত নির্ভরশীলতার কারণেই তৃতীয় বিশ্বে অনুন্নত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাধারণ নিয়মেই অনুন্নত দেশগুলোর উপর উন্নত দেশ গুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো প্রাক পুঁজিবাদী দেশগুলোকে শোষণ করছে। মূলতঃ

পুঁজিবাদের বিকাশ, একচেটিয়া তন্ত্রের রূপান্তর এবং সাম্রাজ্যবাদের রূপলাভ সংক্রান্ত লেনিনের ধারণা নির্ভরশীলতা প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব মোট ২টি ভাব ধারার সন্ধিস্থল থেকে উৎসারিত,

- প্রথমটি ঃ নয়া মার্কসবাদ
- দ্বিতীয়টি ঃ CEPAL অথবা ECLA

নির্ভরশীলতা মূলতঃ উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ ফল। কেননা এই নির্ভরশীলতা বিদ্যমান কাঠামো ঔপনিবেশিক শোষণের প্রক্রিয়াকে অক্ষুন্ন রাখে এবং নতুন কলাকৌশলের মাধ্যমে শোষণের গ্রন্থিগুলোকে সুসংহত করে তোলে। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের মূল্যায়ন করা সম্ভব। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের/প্যারাডাইম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, The dependency school emerged from the convergence of two intellectual trends: one often called 'neo-Marxism' and the other rooted in the earlier Latin American discussion of development that ultimately formed the ECLA tradition.[১] একই ধরনের বক্তব্য এসেছে অন্যত্র - The dependency school emerged from the convergence of two major traditions which in turn contained several theoretical orientations. Classical Marxism, Marxism - Leninism, Neo-Marxism, the other rooted in the Latin American structuralist discussion on development which ultimately formed the CEPAL tradition.[২]

---

[১] ইমাম. মোহাম্মদ হাসান - উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ (সম্পাদিত)। কাফি বিল্লাহ ৩৩৫ পশ্চিম রামপুরা। ঢাকা-১২১৭। সেপ্টেম্বর ১৯৯৮। পৃষ্ঠা-২৮৮।

[২] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৮৯।

নির্ভরশীলতার সংজ্ঞা ঃ ষাটের দশকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে উন্নয়নের সমাজতত্ত্ব ও উন্নয়নের অধ্যয়নের জগতে নির্ভরশীলতা প্রত্যয় সংযোজিত হয়। অনেকে এ সম্পর্কীয় লেখাগুলোকে একটি তত্ত্ব, আবার তত্ত্বসমূহ এবং কেউবা স্কুল/পারসপেকটিভ /প্যারাডাইম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তত্ত্ব হিসাবে নির্ভরশীলতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে। [Dependency is] A set of theories which maintained that the failure of Third world states to achieve adequate and sustainable levels of development resulted from their dependence on the advanced capitalist world .... Dependency theories clams of modernization theories which saw the less developed countries being able to catch up with the west...[৩]

নির্ভরশীলতা একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্ব একধরনের নির্ভরশীল সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী অধঃস্তন অবস্থায় পতিত থাকে। অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে নির্ভরশীলতা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

The state of being connected to and subordinate to someone or something. The opposite of self reliance, this term may be encountered in a variety of sociological context. In the study of economic growth and the society of development it describes a situation in which less developed countries (LDCs) literacy, depend on imports from the advanced industrial states, in order to achieve growth. This can take the form of financial and technical aid, expertise, or military support. Dependency is judged by so-called dependency theorists and others, to be a limiting condition to the long-term economic and political interests of third world states.....[৪]

দস্ সন্তোষের নির্ভরশীলতার সংজ্ঞায় বিশেষভাবে উল্লেখিত হতে দেখা যায়ঃ Dependence is a conducting situation in which economics of one group of countries are conditioned by the development and expansion

---

[৩] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৯০

[৪] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৯০

of others. A relationship of interdependence between two or more countries or between such countries and the world trading system becomes a dependent relationship when some countries can expand through self-impulsion while others, being in a dependent position, can only expand as a reflection of the expansion of the dominant countries, which may have positive or negative effects on their immediate development.[৫]

নির্ভরশীলতার ধারণা ব্যক্তিভেদে সামান্য আলাদা প্রতিভাত হতে পারে। সেদিক বিবেচনা করে এখানে চূড়ান্ত সংজ্ঞা প্রদান করা সুকঠিন।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মৌলিক অনুমান সমূহ ঃ

১. গতানুগতিক নিয়মানুসারে কেন্দ্র (উন্নত রাষ্ট্র) সকল বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের নিয়ম পরিবর্তন করে। এক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধনতান্ত্রিক বিরোধী কার্যক্রমে প্রান্তের (উন্নত দেশ সমূহের উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্র) অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

২. কাঁচামাল রপ্তানী ও উৎপাদন বৃদ্ধির মানসে অতিরিক্ত শ্রম বিনিয়োগ পরিধিস্থ (উন্নত দেশ সমূহের উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্র) দেশগুলোর অর্থনীতিকে বিস্তৃত করে ফেলেছে।

৩. কেন্দ্র ও পরিধিস্থ দেশগুলোর এলিট শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সেতুবন্ধন ও যোগাযোগ দ্বারা পরিধিস্থ দেশগুলোর স্বাধীন উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৪. আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী পদ্ধতি ও পুঁজির অনুপ্রবেশ বিশ্ববাণিজ্যে অসম বিনিময় এবং বিশ্ব বানিজ্য কর্তৃক আরোপিত আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন সৃষ্টি করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কেন্দ্রে কাঁচামাল সরবরাহ করছে এবং কেন্দ্রস্থ দেশগুলোর Finished goods এর বাজার হিসাবে ভূমিকা পালন করছে।

৫. বহুজাতিক কোম্পনীগুলোর পুঁজি কেন্দ্রিক প্রযুক্তি ও স্থানীয় এলিটদের কায়েমী স্বার্থের পক্ষে। ফলে শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে

[৫] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৯১

নিজেদের আয় বাড়িয়ে নেয়া হয় এবং কোন কোন রাষ্ট্রের আয় বন্টনকে জটিল করে তোলে।

৬. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নির্ভরশীলতা লক্ষণীয়ভাবে প্রযোজ্য।

৭. নির্ভরশীলতা একটি দেশের জন্য অবশ্যম্ভাবী শর্ত যা উন্নত দেশগুলো থেকে আরোপিত।

৮. নিরীক্ষাগত দিক থেকে এটি একটি অর্থনৈতিক শর্ত, যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাময়িক ভূমিকা রাখে।

৯. নির্ভরশীলতাকে বৈশ্বিক অর্থনীতির আঞ্চলিক মেরুকরণ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১০. নির্ভরশীলতা উন্নয়নের প্রতিযোগিতা নয়।

নির্ভরশীলতা তাত্ত্বিকদের তত্ত্বসমূহ ঃ

রাউল প্রেবিশ ঃ নির্ভরশীলতার ধারণা প্রথম উত্থাপন করেন রাউল প্রেবিশ। ১৯৪৮ সালে ল্যাটিন আমেরিকা সংক্রান্ত জাতিসংঘ এর অর্থনৈতিক কমিশন (United Nations Economic Commission for Latin America - ECLA) গঠিত হবার পর এই কমিশনের পক্ষ থেকে সেক্রেটারী জেনারেল রাউল প্রেবিশ একটি তথ্যমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। প্রেবিশ তার রিপোর্টে ল্যাটিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার আলোকে অনুন্নত দেশ সমূহের বাণিজ্যিক প্রতিকূলতার চিত্র তুলে ধরেন। রাউল প্রেবিশ ECLA'র দায়িত্ব গ্রহণ করে চিলির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেন এবং চিলির অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করেন যে, সেখানে তামা ও অন্যান্য কাঁচাপণ্যের তুলনায় প্রস্তুত পণ্যের দাম অনেক বেশী বেড়ে যাচ্ছে। ১৯২৫-৩০ এর তুলনায় ১৯৫০-৫৩ সালে চিলির আমদানী ক্ষমতা ৪০% হ্রাস পেয়েছিল। যদিও চিলির রপ্তানীর পরিমাণ বাড়ছিল কিন্তু আমদানী করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল। ল্যাটিন আমেরিকার পটভূমিতে প্রেবিশ এই প্রবনতা লক্ষ্য করলেন। তাঁর মতে, বিশ্ব অর্থনীতির পক্ষে মৌলিক দ্বিভাজন রয়েছে। এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিত কিছু দেশ উৎপাদন বাজার যোগাযোগ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। অনুন্নত দেশগুলো এই কেন্দ্রের প্রান্তে অবস্থিত। প্রান্তিক দেশগুলোর অর্থনীতি কাঠামোগতভাবে কেন্দ্রের অর্থনীতি থেকে ভিন্ন অথচ আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক দেশগুলো কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার কাঠামোয় ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নের পন্থা হিসাবে তিনি নির্দেশ করলেন অন্তর্মূখী উন্নয়নের নীতি যার ভিত্তি হচ্ছে আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন। প্রেবিশ এ ক্ষেত্রে যে তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করেছেন পরবর্তীকালে নির্ভরশীলতা প্রতিকল্পের ভিত্তি হিসাবে তা পরিগণিত হয়।[৬]

জন গালতুং ঃ জন গালতুং centre periphery' র মাধ্যমে নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নরওয়ের জন গালতুং আন্তর্জাতিক সংঘাতের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কাঠামোগত অসমতা ও শোষণমূলক সম্পর্কে চিহ্নিত করেন এবং এর ভিত্তিতেই তিনি কাঠামোগত সহিংসতা (Violence) প্রত্যয়টি প্রবর্তন করেন। জন গালতুং এর Centre Periphery Concept টি নিম্নে চিত্রাকারে দেখানো হলো ঃ

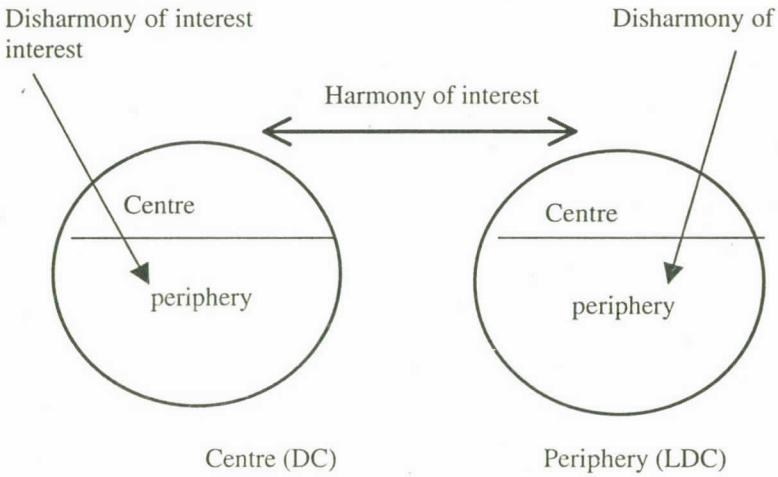

চিত্র - ১ ঃ Centre - Periphery Relationship

উৎস ঃ Dependency theory and the Third world with special reference of Bangladesh - Md. Shamim Ahsan, রাষ্ট্র বিজ্ঞান দর্পণ, তৃতীয় সংখ্যা ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৭৮।

[৬] হোসেন, ফেরদৌস-নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ঃ ধারণাগত বিভিন্নতা, রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল। জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩। পৃষ্ঠা-২২।

এই ধরনের সহিংসতার উৎস হচ্ছে সামাজিক কাঠামো। সুতরাং সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনতে না পারলে এ সহিংসতার অবসান ঘটানো যাবে না। কেন্দ্র-প্রান্তিক রাষ্ট্রে এলিট তৈরী করে এই আধিপত্য বজায় রাখে।

পল ব্যারান ঃ Monthly Review Group এর সদস্য পল বারান তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং তার ব্যাখ্যার ফলে নির্ভরশীলতার ধারনা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। উন্নয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ব্যারান উদ্বৃত্তের ধারণাকে ব্যবহার করেন। তিনি অনুন্নত দেশে পশ্চাৎপদতার কারণ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো উপনিবেশ থেকে উদ্বৃত্ত অপসারণ করছে এবং সেই উদ্বৃত্ত দ্বারা নিজ দেশের পুঁজির চাহিদা পূরণ করছে। এর ফলে উপনিবেশগুলোর উদ্বৃত্ত পুঁজি উপনিবেশে পুনর্নিয়োগ না হবার কারণে উপনিবেশ গুলোর উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং বিপরীতে সৃষ্টি হয়েছে অনুন্নয়ন। ব্যারান বলেছেন এই অনুন্নত দেশগুলোও উদ্বৃত্তহীন নয়। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলোর উদ্বৃত্তের ব্যবহার এমন যে, তা উৎপাদনে পুনর্বিনিয়োগ ও আত্মবিকাশমান শিল্পের প্রসার ঘটাতে পারছে না। কেননা এই উদ্বৃত্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হয় উন্নতদেশসমূহে পাচার হয়ে যাচ্ছে অথবা সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরপরও যেসব দেশে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত থেকে যায় তাও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও সংকুচিত অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রতিকূলতর জন্য বিনিয়োজিত হতে পারছে না। ব্যারান মনে করেন, অনুন্নত দেশগুলোতে বিদেশী পুঁজির উপস্থিতির কারণে স্বাধীন শিল্প বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং বিদেশী পুঁজির সাথে সম্পর্কিত একটি শক্তিশালী মুৎসুদ্দী শ্রেণী গড়ে উঠায় তাদের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থ সুনিশ্চিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ব্যারান অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের শর্ত হিসাবে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করাকে অপরিহার্য বলে মনে করেন।[৭]

---

[৭] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৩

ফারটাডো ঃ ফারটাডো তাঁর Economic Growth of Britiain ও Economic Development of Latin America গ্রন্থ দুটিতে নির্ভরশীলতা সর্ম্পকে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন - বৈশ্বিক ধনতন্ত্র অধ্যুষিত দেশগুলিকে নির্ভরশীল করে তোলে। তিনি বলেন এসব দেশগুলোর সমাজ কাঠামো এর জন্য মোটেও দায়ী নয়। তাঁর মতে দেশগুলোতে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী ও চাকুরীজীবীরা এত শক্তিশালী নয় যে, তারা এই অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজনীতি থেকে মুক্তি লাভ করবে। তাদের এই অক্ষমতার জন্য শাসকশ্রেণী দেশের উন্নয়নের জন্য কোন অবদান রাখতে পারছে না। ল্যাটিন আমেরিকার দিকে তাকালে তা বোঝা যায়। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির শাসক শ্রেণীর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব দেশের উন্নয়নীতি ও সুষম উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে এক বাধাস্বরূপ। ফলে দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে পর্যুদস্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের দারিদ্র বেড়ে যায় এবং সে দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ প্রান্তিক দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত হয়। এটাই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের সমস্যা। তাদের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কারণে এই সব দেশগুলোতে বৈদেশিক ধনতন্ত্রের প্রভাব বাড়ছে, সাহায্য সহযোগিতার নামে। ফলে এইসব দেশ হয়ে পড়ছে পরনির্ভরশীল।[৮]

ডেভিড সুনক্যাল ঃ ডেভিড সুনক্যাল চিলির একজন অর্থনীতিবিদ। তাঁর বক্তব্য হল বহুজাতিক কর্পোরেশন গুলো বৃহৎ কৃৎকৌশল উন্নতদেশ থেকে অনুন্নত দেশে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে অনুন্নত দেশ থেকে কাঁচামাল পাঠাচ্ছে উন্নতদেশগুলোতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কর্পোরেশন গুলো অনুন্নত দেশগুলোকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেক উন্নত করে তুলছে কিন্তু আসলে তা নয়। আসলে তারা বিলাস দ্রব্যের প্রযুক্তি হস্ত ান্তর করে যা এদেশ সমুহের প্রকৃত চাহিদা নয়। আবার প্রযুক্তির সম্পূর্ণটাও হস্তান্তর করে না। উন্নতদেশগুলো অর্থাৎ ধনতান্ত্রিকদেশগুলো কখনই অনুন্নত দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি হস্তান্তর করে না। যেমন কৃষি প্রধান দেশগুলোতে কৃষির উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহ করে না। কারণ এতে ঐ দেশগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। চাহিদানুযায়ী প্রযুক্তি

[৮] ভূইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ - সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা। আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পৃষ্ঠা - ৬০।

পাওয়া যায় না বলেই অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল থেকেই যায়। সুনক্যালের মতে, বহুজাতিক কোম্পানী গুলো Buffer State এর ভূমিকা পালন করে এবং এই কোম্পানীগুলোর মাধ্যমেই বৈশ্বিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোকে তাদের উপর নির্ভরশীল রাখে। তিনি বলেন উন্নত দেশগুলো সরাসরি এসব দেশে প্রবেশ করতে পারে না, তাই তারা বিভিন্ন রকম সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের নাম করে এসব দেশে অনুপ্রবেশ করে এবং একসময় তাদের বাজার সৃষ্টি করে। পরে বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা নিজের দেশে পাচার করে।[৯]

সুনকেল একটি মডেল তৈরী করেন যার মাধ্যমে তিনি উন্নত বিশ্বের শোষণ প্রক্রিয়া এবং নির্ভরশীলতা তৈরীর কৌশল তুলে ধরেন। নিম্নে তাঁর মডেলটি উল্লেখ করা হল ঃ

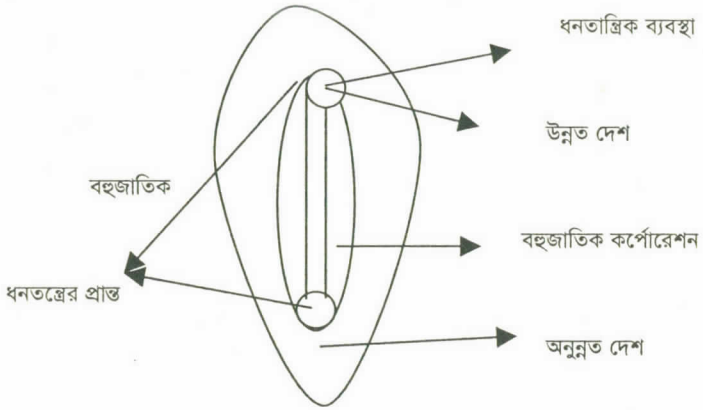

চিত্র - ২ ঃ সুনক্যালের মডেল

উৎস ঃ সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা, মোঃ আব্দুল ওদুদ ভুঁইয়া - পৃষ্ঠা ৬১

সমীর আমিন ঃ আফ্রিকার চিন্তাবিদ সমীর আমিন তাঁর Unequal Development গ্রন্থে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ তুলে ধরেন।

---

[৯] প্রগুক্ত পৃষ্ঠা - ৬০-৬১।

প্রথমত ঃ প্রান্তিক পুঁজিবাদে উত্তরণ কেন্দ্রীয় পুঁজিবাদে উত্তরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেন্দ্রীয় পুঁজিবাদ কর্তৃক প্রাক পুঁজিবদি কাঠামোর ওপর বাইরের থেকে সৃষ্ট অভিঘাত পশ্চাৎপদতার কারণ ঘটায়। আমিন মনে করেন সমকালীন তৃতীয় বিশ্বের কৃষি সংকট এ ধরনের অনগ্রসরতার ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয়তঃ প্রান্তিক পুঁজিবাদ "একস্ট্রাভারসন" দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যেখানে রফতানীমুখী কর্মকাণ্ডের বিকৃতি লক্ষণীয়। স্থানীয় বাজারের অসম্পূর্ণতা থেকে এটি হয় এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রের উচ্চ উৎপাদনশীলতার কারণে এটি ঘটে। আমিন বলেন "extraversion does not result from inadequacy of the home market but from the superior productivity of the centre is all fields, which compels the periphery to confine itself to the role of complementation supplier of products for the production of which it possesses a natural advantages : exotic agricultural produce and minerals." এই ধরনের বিকৃতির কারণে প্রান্তের মজুরী কেন্দ্রের চেয়ে কম।

তৃতীয়তঃ আরেক ধরনের বিকৃতি হল তৃতীয় পর্যায়ের সেক্টরের স্ফীতি। কেন্দ্রে এ ধরনের ঘটনা একচেটিয়া পুঁজিবাদে উদ্বৃত্ত মূল্যের সংস্থান কঠিন করে দেয়। ফলে বিপণন ও পণ্যের হিসাব রক্ষণের জন্য বেশী সম্পদ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু প্রান্তে এ ধরনের ঘটনা প্রান্তিক পুঁজিবাদের অন্তর্গত স্ববিরোধিতার ফলশ্রুতি যেমন - শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শিথিলতা ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, গ্রাম - শহরের অভিগমনের মত সমস্যার সৃষ্টি করে।

চতুর্থতঃ বিনিয়োগের মাধ্যমে বহু গুণিতক প্রভাব তত্ত্বকে ব্যাপক সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। বিদেশী বিনিয়োগজাত মুনাফা রফতানীর কারণে কেইনসীয় বহুগুণিতক তত্ত্ব বরং কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কাজ করে, প্রান্তে নয়।

পঞ্চমতঃ আমিন গবেষকদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, তারা যেন অনুন্নত দেশগুলোকে বর্তমানের উন্নত দেশগুলোর সাথে এক করে না দেখেন। কারণ তারা উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। এ অবস্থার জন্য দায়ী তাদের কয়েকটি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ঃ

- The extreme unevenness that is typcal of the distribution of productivity at the periphery.

- disarticulation due to the adjustment of the orientation of production at the periphery to the needs of the center; and
- economic domination by the center which is expressed in the forms of trade and financial dependence.

ষষ্ঠত ঃ এর কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রান্তের দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রান্তিক পুঁজিবাদ autocentric ও autodynamic অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয় না যতক্ষণ তারা বৈদেশিক একচেটিয়াবাদ, আধিপত্যবাদ ও কেন্দ্রীয় পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

শেষত ঃ প্রান্তিক গঠনসমূহ কি ধরনের বিশেষ অনুন্নয়নের রূপ পরিগ্রহ করবে তা নির্ভর করে কয়েকটি জিনিসের উপর।

- The nature at the pre-capitalist formation that was there previously and
- The forms and the periods in which the peripheries were integrated into the capitalist worlds system.

অবশ্য প্রান্তিক দেশসমূহের পার্থক্যকে অবজ্ঞা না করলেও আমিন বলেন - all trends to coverage toward a typical model, characterized by the dominance of agrarian capital, comprador or commercial capital, and central capital সবকিছুর উপর কেন্দ্রীয় পুঁজির আধিপত্যের মডেল প্রান্তিক জাতীয় পুঁজিবাদের বিকাশ সীমিত করে দেয়।[১০]

দোস সানতোস ও মারিনি ঃ- ব্রাজিলের নাগরিক থিওটোনিও দোস সানতোস চিলির অভিজ্ঞতার আলোকে ল্যাটিন আমেরিকার পরিবর্তিত বাস্তবতা বোঝাতে গিয়ে নতুন নির্ভরশীলতা প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। এই প্রত্যয় এর মাধ্যমে তিনি ECEL এর আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন নীতির ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন। নতুন নির্ভরশীলতা বলতে তিনি ল্যাটিন আমেরিকায় উত্তর আমেরিকার বিনিয়োগের পরিধি ও পরিমাণ বৃদ্ধির

---

[১০] ইমাম, মোহাম্মদ হাসান (সম্পাদিত) কাফি বিল্লাহ ৩৩৫ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৭। পৃষ্ঠা - ৩০৪-৩০৫।

বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাঁর গবেষণায় প্রতিভাত হয় যে, যেখানে কাঁচামাল উৎপাদনেই উত্তর আমেরিকার বিনিয়োগকারীদের প্রধান মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল, সেখানে পরবর্তীতে শিল্পখাতে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স শিল্পে বেশী বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে প্রান্তস্থ দেশগুলি শুধুমাত্র কাঁচামাল রপ্তানীর জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে না বরং এদেশগুলো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে আরও ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়ছে। সানতোসের মতে, এই প্রক্রিয়ায় নতুন আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। দোস সানতোস সমস্যাটিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিন ধরনের নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করেন: (১) ঔপনিবেশিক নির্ভরশীলতা (২) আর্থিক নির্ভরশীলতা (৩) প্রযুক্তি শিল্পগত নির্ভরশীলতা। দোস সানতোসের নতুন নির্ভরশীলতা প্রত্যয়টি তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে। তাঁর মতে, নির্ভরশীলতা মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদের ফলশ্রুতি এবং এর ফলে পুঁজিবাদী বৈশ্বিক উন্নয়ন অসম প্রকৃতি ধারণ করে। একারণে প্রান্তিক অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে না।[১১] নির্ভরশীলতা তত্ত্বের অপর একজন ব্রাজিলিয়ান রূপকার হলেন মারিনি।[১২] তিনিও চিলির উপর গবেষণা করেছেন। মারিনি তাঁর বিশ্লেষণে উন্নত বা কেন্দ্র রাষ্ট্রের পুঁজিবাদের প্রকৃতি এবং অনুন্নত বা প্রান্তস্থ রাষ্ট্রের পুঁজিবাদের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে প্রান্তস্থ দেশ সমূহের অর্থনীতি বিদেশী পুঁজি নিয়ন্ত্রিত এবং এ কারণে এ সব দেশের অর্থনৈতিক উৎপানের মূল লক্ষ্যই থাকে রফতানী। মারিনি দেখিয়েছেন যে, এদেশগুলোর শ্রমিকরা কম মজুরীতে বাইরের বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করে। ফলে নিম্ন মজুরী হারের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে স্থবিরতা দেখা দেয়। মারিনির মতে, প্রান্তস্থ দেশ গুলোর অভ্যন্তরীণ চাহিদার সাথে যেহেতু শিল্প উৎপাদনের কোন সম্পর্ক নেই, তাই এসব দেশে 'অতি শোষণ' বিস্তার লাভ করে। এজন্য প্রান্তস্থ রাষ্ট্রে অবধারিতভাবে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। মারিনি এ প্রেক্ষাপটে 'উপ সাম্রাজ্যবাদের' ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনি লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব অনুসারে বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ যেমন -

---

[১১] Dos, Satos - Dependency Relations and Political Development in Latin America: Some Considerations in
Ibero - America: Vol-11, No.-1.

[১২] Magnus Blomstrom and Bjorn Hettne Development Theory in Transition, London - 1980, P.P - 56-60.

পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর তেমনি উপসাম্রাজ্যবাদ হল নির্ভরশীল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর।

আরঘিরি ইমানুয়েল ঃ ইমানুয়েল মতে, বাণিজ্যিক লেনদেনের অসম বিনিময় প্রথা চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে উন্নতদেশগুলো পূর্বের মতই অনুন্নত দেশগুলিতে তাদের পণ্য যথার্থ মূল্যের চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করে এবং দরিদ্র দেশগুলির কাছ থেকে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে স্বল্প বাজারদরে তাদের পণ্য ক্রয় করে। এভাবে দরিদ্র দেশগুলোর মূলধন সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় ও তা বৃদ্ধি পায় ধনী দেশে। ইমানুয়েলের মতে এই দুই গোষ্ঠী দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ফলে দরিদ্র দেশগুলোকে যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশী দিতে হয়। ফলে এসব দেশের মূলধন সংগঠনের হার অনেক কম। এটা হল সংকীর্ণ অর্থে ইমানুয়েলের অসম বিনিময় তত্ত্ব। মানুষের উন্নত মানের ব্যয়ভার বহন করে এসব দেশের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র দেশগুলি। ইমানুয়েলের এই তত্ত্ব সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসের ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের তত্ত্বের সমার্থক। ধনী দেশগুলোর স্বার্থে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন নীতির আড়ালে যে ধরনের আন্ত-র্জাতিক বাণিজ্য চালু আছে। তার ফলে এসবদেশে বিপুল মূলধন সঞ্চিত হয়েছে। যন্ত্রকৌশল উন্নততর হচ্ছে ও ক্রমশ শ্রম নিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে। তাই শুধু নিজেদের দেশে রপ্তানীর মধ্যে বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা ধনতন্ত্রের মুনাফার পক্ষে অতীব ক্ষতিকর বলে মনে হচ্ছে। ধনী দেশগুলি শিল্পোন্নয়নের নামে তাদের বাড়তি উৎপাদন দরিদ্র অনুন্নত দেশে স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব মুনাফার হার বৃদ্ধি ও স্বদেশে পূর্ণ কর্মনিয়োগ ব্যবস্থা চালু রাখতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য তা সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র দরিদ্র দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও বেকার সমস্যা সৃষ্টির বিনিময়ে।[১৩]

আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক ঃ আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। তাঁর Lumpenbourgeoisie, Lumpendevelopment (1970) প্রথম গ্রন্থ যেখানে তিনি নির্ভরশীলতা প্রত্যয়টি তুলে ধরেন। এই গ্রন্থে তিনি ল্যাটিন আমেরিকার বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন। নির্ভরশীলতার স্থায়িত্ব প্রদানে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা এখানে

---

[১৩] হোসেন, ফেরদৌস-নির্ভরশীলতা তত্ত্ব: ধারনাগত বিভিন্নতা। রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল, জুন-ডিসে : ১৯৯৩ পৃষ্ঠা - ২৭-২৮।

গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত Development Accumulation and Underdevelopment গ্রন্থটি নির্ভরশীলতা সম্পর্কীয় ধারণায় আর একটি সংযোজন হিসাবে বিবেচিত হয়।[১৪] ফ্রাংক তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে (Capitalism and Underdevelopment in Latin America) বলেন যে, অনুন্নত দেশ সমূহের ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা বাণিজ্যশর্ত ও বিদেশী বিনিয়োগ অনুন্নত দেশ সমূহের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। কারণ অনুন্নত দেশগুলি প্রধানতঃ কাঁচামাল রপ্তানী করে এবং শিল্প পণ্য আমদানী করে। পক্ষান্তরে, উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশে রপ্তনী করে শিল্প পণ্য ও অনুন্নত দেশ থেকে আমদানী করে প্রাথমিক পণ্য, বিশেষ করে কাঁচামাল। পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক বাজারে শিল্প পণ্যের মূল্য অধিক এবং কাঁচামালের মূল্য কম ধরা হয়। ফলে এই মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করা হয়। অপরদিকে উন্নত দেশের অনেক বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বহুজাতিক কর্পোরেশন গুলো অনুন্নত দেশে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুনাফা হিসাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ অনুন্নত দেশ থেকে অপসারণ করে থাকে।[১৫]

ফ্রাংকের নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মূলভিত্তি হচ্ছে মেট্রোপলিস ও স্যাটেলাইটের আপেক্ষিকতা। এই মেট্রোপলিস স্যাটেলাইট শব্দ দুটিকে ফ্রাংক কেন্দ্র প্রান্ত ধারণার সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে এই মেট্রোপলিস - স্যাটেলাইট সম্পর্ক নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত বিশ্বের প্রত্যন্ত পর্যন্ত শিকলের মত বিস্তৃত। ফ্রাংকের মতে, আন্তর্জাতিক মেট্রোপলিস গুলির তুলনায় জাতীয় মেট্রোপলিসগুলি স্যাটেলাইট। আবার আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির তুলনায় জাতীয় কেন্দ্রগুলি মেট্রোপলিস। এভাবে ছোট শহরের তুলনায় গ্রাম স্যাটেলাইট। এই সম্পর্ক শুধু ভৌগলিক নয় সামাজিক ও শ্রেণীগতও। সাধারণ কৃষকদের তুলনায় জমিদার বা ভূ-স্বামীর মেট্রোপলিস। মেট্রোপলিস ও স্যাটেলাইট সম্পর্কের সূত্রধরে উদ্বৃত্তের এক বড় অংশ চলে

---

[১৪] ইমাম, মোহাম্মদ হাসান (সম্পাদিত) - উন্নয়ন ও অনুন্নয় প্রসঙ্গ। কাফিবিল্লাহ, ৩৩৫ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৯৯।

[১৫] ভূইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ - সামাজিক পবির্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নে রূপরেখা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০,
সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯।

যায় ধনতান্ত্রিক বিশ্বের কেন্দ্রগুলিতে উদ্বৃত্তের অন্য একটা অংশ থেকে যায় এ সম্পর্কের বিভিন্ন সংযোগ গুলিতে। সংযোগ সাধনকারী কেন্দ্রগুলি উদ্বৃত্তের অংশীদারিত্ব বলে শোষণ ব্যবস্থাকে তারা ঠিক করে রাখতে চেষ্টা করে এবং ফলে সম্পর্কসূত্র গুলো ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত হয়।[১৬]

ফ্রাংকের তত্ত্ব নিচে চিত্রায়িত হল ঃ-

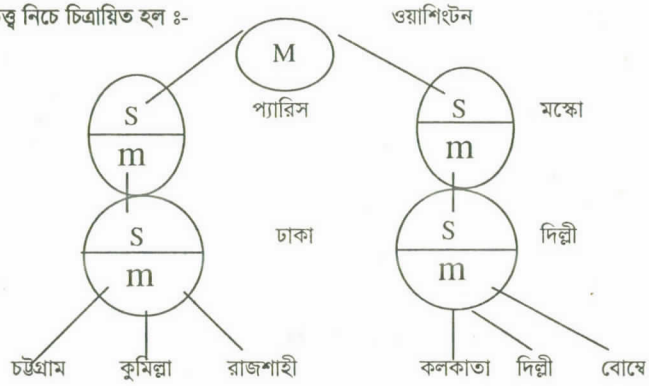

চিত্র নং - ৩ : ফ্রাংকের কেন্দ্র প্রান্ত মডেল

আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক বলয়ে, পেট্রোপলিস স্যাটেলাইট সম্পর্কের মাধ্যমে স্যাটেলাইট দেশগুলিতে কোন স্বাধীন উন্নয়ন সম্ভব নয়। ফ্রাংক তার নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মাধ্যমে এটাই দেখিয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলি আরও পুঁজিবাদী হচ্ছে আর অনুন্নত দেশগুলি আরও গরীব হচ্ছে। তিনি বলেন যে, অনুন্নত দেশগুলিতে যথেষ্ট সম্পদ, জনশক্তি ও শিক্ষার মান উন্নত থাকা সত্ত্বেও তারা অনুন্নত। ফ্রাংকের মতে, উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন সম্পর্কিত যুগপৎ প্রক্রিয়া। এক অংশের উন্নয়ন ঘটে অপর অংশের অনুন্নয়নের মূল্যে। তাঁর মতে, এই মেট্রোপলিস স্যাটেলাইট ছিন্ন না করলে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর পরবর্তী লেখায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, স্যাটেলাইট অবস্থায়ও কিছু কিছু উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের উন্নয়ন বিক্ষিপ্ত এবং এলোমেলো যা সমাজের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বিকশিত করে না। এ প্রক্রিয়াকে তিনি লুমপেন

[১৬] হোসেন, ফেরদৌস-নির্ভরশীলতা তত্ত্ব : ধারনাগত বিভিন্নতা রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল, জুন-ডিসেঃ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা : ২৬।

উন্নয়ন বলেছেন। আর লুমপেন উন্নয়নের সাথে সাথে বুর্জোয়ারা হচ্ছেন 'লুমপেন বুর্জোয়া'- যারা শ্রেণীগত স্বার্থে মেট্রোপলিটন কেন্দ্রগুলির আজ্ঞাবাহী। আর তাই এসব দেশে স্বাধীনভাবে উন্নয়ন সংঘটিত করা সম্ভব নয়।[১৭]

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ঃ- উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশে নির্ভরশীলতা তত্ত্ব প্রযোজ্য হতে দেখা যায়। এদেশে আর্থসামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোগত সকল বিষয়ে উন্নত বা কেন্দ্রীয় দেশের উপর নির্ভরশীল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ঃ বাংলাদেশে নির্ভরশীলতা তত্ত্বের ব্যাপ্তি ঘটে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে। বৃটিশরা এদেশ থেকে সম্পদ উদ্বৃত্ত অপসারিত করে বৃটেনে নিয়ে যাবার ফলে বাংলাদেশ হয়েছে অনুন্নত এবং বৃটেন হয়েছে উন্নত। এছাড়া সস্তা শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্য আমাদের কাছেই পুনরায় বিক্রি করা হতো। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান পাশ্চাত্য পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বহুজাতিক কোম্পানী পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। আবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বৃত্ত পশ্চিম পাকিস্তানে অপসারিত হয় ফলে বাংলাদেশ ক্রমশ নির্ভরশীল হতে থাকে। স্বাধীনতার পর নির্ভরশীলতার পুরাতন কাঠামো ভেঙ্গে বাংলাদেশ সরাসরি আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বৈরশাসনের সময়ে এই নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যায়। তখন বাংলাদেশ প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল একটি দেশে পরিণত হয়।

মানব সম্পদের উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ চালচিত্র

একটি মূল প্রশ্ন দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যাক- উন্নয়ন কি এবং কাদের জন্য ? উন্নয়নের মূল কথা হচ্ছে মানুষের উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন। এক কথায় এই পুরো ব্যাপারটিকে আখ্যায়িত করা যেতে পারে মানব উন্নয়ন বলে যা গত শতাব্দীর নব্বই

---

[১৭] ভূইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ - সামাজিক পবির্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নে রূপরেখা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০,
সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পৃষ্ঠা ৫০।

দশকে উন্নয়ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মানুষের উন্নয়নের কথা যখন বলি, তখন আমরা মানব সম্পদ উন্নয়নকেই বুঝাই।[১৮]

বাংলাদেশের মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তারা সংগ্রামী এবং তাদের জাতীয়তাবোধ খুবই প্রখর। তাই এদেশের ভাবিষ্যত উজ্জ্বল। সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য যা প্রয়োজন তা হল - মানব সম্পদের উন্নয়ন। ভারতের রাজ্যসভার সরকার দলীয় সদস্য (বিজেপি) সাবেক আমলা টি এন চতুর্বেদী এবং নেপালী সংসদের সাবেক স্পিকার দামান নাথ দুঙ্গাঁনা প্রায় অভিন্ন ভাষায় বাংলাদেশ সম্পর্কে এমত ব্যক্ত করেছেন।[১৯]

১৯৯৫ সালে ১৭৪টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নের ক্রমবিন্যাসে বাংলাদেশের স্থান ছিল ১৪৬তম। যা আরও ক্রমাবনতি হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২৮৭ ডলার। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে ৩ কোটি লোকের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার ছিল না, আড়াই কোটি লোকের নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ছিল না এবং ১০ কোটি লোক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে বঞ্চিত ছিল। ৪৭ লক্ষ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল না, ৫ বছরের নিচে ১.৩ কোটি শিশু অপুষ্টির শিকার হচ্ছিল। ৪ কোটি বয়স্ক মানুষ ছিল নিরক্ষর এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৭% লোকের অবস্থান ছিল দারিদ্র সীমার নিচে। মানব পুঁজি গঠনের কথা যদি বলি তাহলে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রতি ১ হাজার লোকের মধ্যে ০.৫ জন ছিল বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ; উচ্চশিক্ষার স্ত রে নিবন্ধনের হার ছিল ০.৬%। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তাদের মাত্র ৪৬% প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে। মাধ্যমিক স্তরে নিবন্ধনের হার মাত্র ১৯%। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি ৬৩ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক রয়েছেন। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের মাত্র ০.৭% কারিগরি শিক্ষা লাভ করে। বাংলাদেশে প্রতি হাজার লোকের জন্য ৪২টি রেডিও, ৫টি টেলিভিশন ও ৫টি সংবাদপত্র রয়েছে। প্রতি ১ লক্ষ লোকের জন্য ১টি বই প্রকাশিত হয়। প্রতিটি ডাকঘর গড়ে ১৩ হাজার লোককে সেবা প্রদান

---

[১৮] জাহান, সেলিম-অর্থনীতি কড়চা, সাহিত্য প্রকাশ ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২৬।

[১৯] দৈনিক জনকণ্ঠ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পৃষ্ঠা-৩।

করতে পারে। এদেশে ৪৭% লোক শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত। কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মাত্র ১০% শিল্পখাতে নিয়োজিত।[২০]

বাংলাদেশে মানব উন্নয়নে ক্ষেত্রে তিনটি জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে অবহেলিত। এক হল নারী, শিশু ও গ্রামীন মানুষেরা। প্রতিহাজারে শিশু মৃত্যুর হার ছেলেদের ক্ষেত্রে যেখানে ৯৫ জন সেখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ১০২ জন। বালকদের পুষ্টিহীনতা ৫% আর বালিকাদের মধ্যে ১৪%। মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের নিবন্ধন হার মাত্র ১১% আর উচ্চ শিক্ষায় ১%। ১৯৯০ সালে মেয়েদের মাত্র ২% প্রশাসনিক ও ঊর্ধ্বতন পদে কাজ করেছে। জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া স্বত্ত্বেও জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিতান্তই কম। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। এদেশে প্রতিহাজারে শিশু মৃত্যুর হার ১১১ জন, ৩৪% শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায়। মাত্র ৩৬% শিশু প্রতিষেধক প্রাপ্ত। ৫ বছরের নীচের শিশুদের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার প্রতিহাজারে ১৮৯ জন, চরম পুষ্টিহীনতার শিকার ৬৫% শিশু। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রাম ও নগরের মধ্যেও বৈষম্য বিদ্যমান। পুষ্টিহীনতা গ্রামে সেখানে ৫৮% শহরে তা ৪৪%। স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ সেখানে ৪০% নগর মানুষের প্রবেশাধিকার আছে। গ্রামে মাত্র ৪% মানুষের সে সুবিধা বিদ্যমান।[২১]

বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশে সরকারি নীতিমালা মানব উন্নয়ন মুখী নয়। আমাদের জাতীয় আয়ের মাত্র ১.৪% স্বাস্থ্যখাতে আর ২.০% শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধায় এদেশে মোট ব্যয় জাতীয় আয়ের ২.১% মাত্র। বৈদেশিক সাহায্য আমরা যা পেয়ে থাকি তার মাত্র ১৫ ভাগ সামাজিক খাতে ব্যয়িত হয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সমন্বিত ব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ ব্যয় হয় সামরিক খাতে। আমাদের এসব সমস্যার কিছু কিছু প্রকৃতি সৃষ্ট আর কিছু কিছুর স্রষ্টা কেন্দ্র রাষ্ট্রসমূহ।[২২]

---

[২০] জাহান, সেলিম-অর্থনীতি কড়চা, সাহিত্য প্রকাশ ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২৭-২৮।

[২১] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ৩০।

[২২] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ৩০

বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক ঋণ ঃ প্রতিবছর সেপ্টেম্বরে দাতা দেশগুলির প্যারিস কনসোর্টিয়াম বৈঠকে বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। সে সাহায্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট ও সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়। বৈদেশিক সাহায্য দেবার সময় দাতা দেশ গ্রহীতা দেশের উপর রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করে এবং দেশের বৈদেশিক নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি বলেছিলেন "Foreign aid is a method by which the united states maintains a policy of influence and controls around the world and sustains a good number of countries which would definitely collages or go into communist block."[23]

বৈদেশিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্য

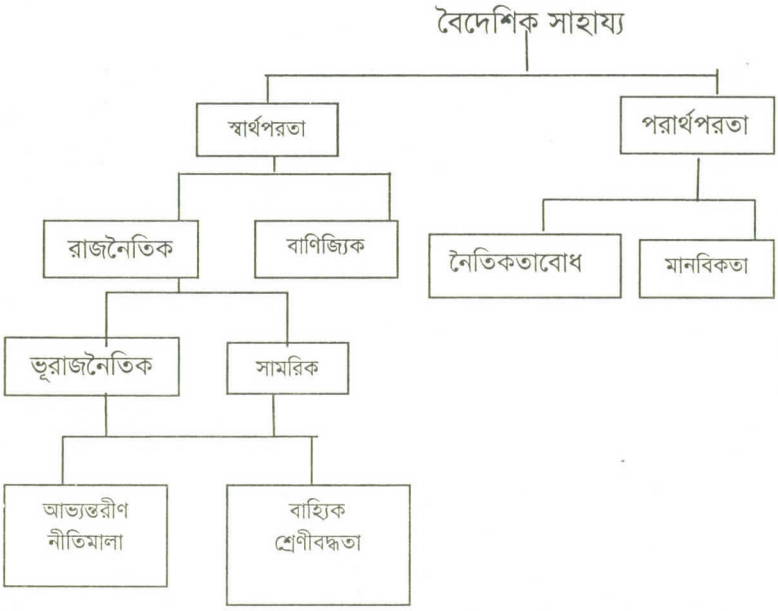

[23] হোসেন, মোঃ আব্দুল ও হোসেন, মোকাম্মেল গতিধারা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, জুলাই-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৯।

উৎসঃ উন্নয়ন প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, মোঃ আবুল হোসেন, মোকাম্মেল হোসেন, জুলাই ১৯৯৯ পৃষ্ঠা - ৩৯।

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ২৭ শত ৩০ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে শতকারা ৫১ ভাগ হল বৈদেশিক ঋণ সাহায্য। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে ঋণের সুদসহ দায় পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১ কোটি ২৪ লক্ষ ডলার।[২৪] ১৯৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেশে মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৫ হাজার ৬৯৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার ৯০৯ টাকা।[২৫] ১৯৭৩-৭৪ থেকে ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে ৫৯৮৩ মিলিয়ন ডলার। অন্যভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত ১ টাকা বৈদেশিক ঋণের জন্য ২০ পয়সা সুদ দিতে হয়েছে।[২৬] আমরা যাতে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে না পারি সেজন্য সাহায্যদাতা দেশসমূহ সার কীটনাশকের উপর ভর্তুকী তুলে নেবার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রেক্ষিতে দেখা যায় ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে সারের মূল্য বাড়িয়ে দেয় যা ক্রমান্বয়ে সার থেকে ভর্তুকী তুলে নেয়ারই পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এক হিসাবে দেখা গেছে সরকার যদি সার থেকে ভর্তুকী তুলে নেয় তা হলে সরকারের সাশ্রয় হবে মাত্র ৬০ মিলিয়ন টাকা। অপরদিকে বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে প্রায় ৩০০ হাজার টন। আর এই পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য শস্য কিনতে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার। প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৬৬ ভাগ সরাসরি খাদ্য সাহায্য এবং পণ্য কেনার জন্য ব্যয় হয় যা কঠোর শর্তযুক্ততার কারণে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন অবদান রাখতে পারছে না। অবশিষ্ট শতকরা ৩৪ ভাগ ঋণের মধ্যে প্রকল্প ঋণের শতকরা ৭৫ ভাগ চলে যায় সাহায্য দাতা দেশ সমূহের চাহিদা মেটাতে। এছাড়া যে কোন প্রকল্পের প্রাথমিক জরিপ, মূল্যায়ন ইত্যাদি বাবদ বিদেশী সাহায্য দাতারা মোট প্রকল্প খরেচের শতকরা ১৫ ভাগ প্রকল্প স্থাপনের

---

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪২।

[২৫] প্রথম আলো, ১৪ ই সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃষ্ঠা-১।

[২৬] জাহান, সেলিম-অর্থনীতি কড়চা, সাহিত্য প্রকাশ ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, পৃষ্ঠা -৭৭।

পূর্বেই নিয়ে যায়।[২৭] বৈদেশিক সাহায্য শর্তযুক্ত হবার ফলে বিদেশী উৎপাদকরা যেমন লাভবান হচ্ছে তেমনি লাভবান হয়েছে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ। বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের সুবিধা দেশীয় কিছু কিছু গোষ্ঠীও পেয়েছে। যেমন- মোট সাহায্য প্রবাহের ১০.৩% দিয়ে দেশী পণ্য ক্রয় ও শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। আমলারা সেলামি বাবদ গ্রহণ করেছে ২.৬%, দালালরা পেয়েছে ৩%, দেশীয় ঠিকাদাররা ৫%, ও দেশীয় বিশেষজ্ঞ ১%। দেশীয় ঠিকাদারেদের মুনাফার হার পরিলক্ষিত হয়েছে ২০-৩০%; যার মানে ৫ মিলিয়ন ডলারের যন্ত্রপাতি আমদানী করলেও তাদের লাভ হয়েছে ন্যূনতম ১ মিলিয়ন ডলার। দেশীয় দালালরা যদি ৫% কমিশনও পায় তাহলে ৫ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প শুধু যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্য তারা পাচ্ছেন ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। প্রশ্ন হচ্ছে এতসব ভাগ বাটোয়ারার বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য কি কিছু থাকে ?[২৮]

নির্ভরশীলতার ধারাবাহিক পটভূমিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন নিজস্বতা নেই, নেই কোন স্বকীয়তা বরং ক্রমশ সে হয়ে পড়ছে শৃঙ্খলাবদ্ধ। এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরতার ফলে এদেশে আগামী প্রজন্মের মানুষের জন্য আমরা বিরাট একটা দায় সৃষ্টি করে যাচ্ছি।

বৈদেশিক বিনিয়োগ ঃ নিখুঁত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে বিনিয়োগের অর্থ দাঁড়ায় দৃশ্যমান অর্থ সংগ্রহ করা। দৈনিন্দন কথা বার্তায় বিনিয়োগ শব্দটি সরাসরি অর্থে ব্যবহৃত হয়। উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে যে কোন প্রকার সম্পদ খাটানোকেই বিনিয়োগ বলা হয়। জুলাই ৯৬ থেকে মে ১৯৯৯ সময়ে বাংলাদেশ ২৮ হাজার ৮ শত ৮০ কোটি টাকার সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে। এসময় ৪২৫টি প্রকল্প বিনিয়োগ বোর্ডের তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ বিনিয়োগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৯৪ হাজার ৭৪ জনের কর্মসংস্থান করা যাবে।[২৯]

---

[২৭] দৈনিক সংবাদ ২ রা নভেম্বর ১৯৯৪ (সম্পাদকীয়)

[২৮] জাহান, সেলিম-অর্থনীতি কড়চা, সাহিত্য প্রকাশ ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, পৃষ্ঠা -৭৮।

[২৯] দৈনিক জনকণ্ঠ - ২রা নভেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৬।

বিনিয়োগ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের খসড়া প্রতিবেদন

বিদেশী বিনিয়োগ এর ১৪টি সমস্যাঃ-

১। বিদেশে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি

২। অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব

৩। বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি জায়গাতেই সেবা প্রদানের ব্যবস্থা অর্থাৎ ওয়ান-ষ্টপ সার্ভিসের অভাব

৪। ঘোষিত সরকার নীতি বাস্তবায়নের ও সরকারি বিভাগগুলোর সমন্বয়ের অভাব

৫। শ্রমিক বিশৃংখলা ও শ্রমিক ইউনিয়নের জঙ্গীপনা

৬। হরতালসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

৭। প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় ইনসেনটিভ বা উৎসাহ দানের অভাব ও অবকাঠামোগতভাবে পিছিয়ে থাকা।

৮। কাস্টম ছাড় করানো নির্দেশ

৯। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তির অভাব

১০। নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরাসরি বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তের অভাব

১১। আমদানী ও বাণিজ্যনীতি দ্রুত উদার করার ফলে স্থানীয় পণ্য উৎপাদন শিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাব

১২। দক্ষ ও কার্যকর বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর অভাব

১৩। ঋণের সুদের উচ্চহার

১৪। দুর্নীতি।

১৯৯৮ সালের শেষের দিকে ঢাকা শেয়ার বাজারের মূল্য সূচক ৭৫০ থেকে ৩৫০০ তে সাফিয়ে উঠে। তখন সরকারও এর কৃতিত্বটুকু নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এটি ছিল একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। ফলে অচিরেই ধ্বস নামে শেয়ার বাজারে এবং হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারী বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে শেয়ার বাজারের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী

কারণগুলো খুজে বের করার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতারণা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপে এ অবস্থার সৃষ্টির জন্য ১৫টি কোম্পনী এবং ব্রোকার ডিলার ৩২ জন মালিক ও কর্মকর্তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে। শেয়ারবাজার থেকে ৫০০ কোটি টাকা চলে গেছে দেশের বাইরে যার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বিনিয়োগের অন্য ক্ষেত্রে। আমরা বিদেশী বিনিয়োগ পেতে আগ্রহী তবে অতি আগ্রহী হলে এর মূল্যও বেশী দিতে হবে। যে টার্মস এন্ড কন্ডিশনে বিদেশীরা গ্যাসখাতে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে তা আমাদের স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।[৩০]

আরেকটি দিকে বিশেষ নজর দেয়া দরকার সেটা হল চুক্তি সইয়ের পূর্বে আরো ভাল করে দেখা হোক বাংলাদেশ বিদেশী কোম্পনীগুলোর সংগে কি শর্তে চুক্তি করছে। এমনও হতে পারে এসব চুক্তি দ্বারা ভোক্তা শোষণের পথ খুলে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ বিদেশী কোম্পানী গুলোর সাথে যেসব চুক্তি সই করেছে সেগুলো সীমিত আকারে হলেও প্রকাশ করা উচিত। যাতে করে জনগণ তাদের পরামর্শ দিতে পারে। চুক্তিতে একবার ত্রুটি থেকে গেলে বিদেশী কোম্পানীগুলো সে ত্রুটিগুলোকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করবে।[৩১]

বহুজাতিক কোম্পানী আধিপত্য ঃ যদি একদেশের সম্পদ আর মালিকানা সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে প্রবেশ করে এবং তা যদি হয় মাল্টিন্যাশনাল তবে বলতে হবে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই বহুজাতিক কোম্পানীর উৎপত্তি হয়েছে।

এক হিসাব অনুযায়ী জানা যায় প্রায় ৪০০ মত বহুজাতিক কোম্পনী বিশ্বের মূলধনী সরঞ্জামের শতকরা ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে এবং ২০০০ সালে এ নিয়ন্ত্রণ শতকরা ৯০ ভাগ ছাড়িয়ে যাবে। ১৯৯১ সাল নাগাদ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল তিন হাজারের মত এবং এদরে কর্মচারীর সংখ্যা

---

[৩০] হোসেন, মোঃ আব্দুল ও হোসেন, মোকাম্মেল গতিধারা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, জুলাই-১৯৯৯, পৃষ্ঠা -৮১।

[৩১] প্রথম আলো বাংলাদেশ প্রেক্ষিত গতিধারা ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, জুলাই ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৮১।

পৃথিবীর অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়েও দ্বিগুণ।[৩২] মুনাফা হস্তান্তর ও লভ্যাংশ বিষয়ে বাংলাদেশের বহুজাতিক কোম্পানীগুলো সবসময়ই গোপনীয়তা রক্ষা করে। বাংলাদেশের দুজন অর্থনীতিবিদ বহুজাতিক কোম্পনী গুলোর সার্বিক চিত্র নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত Development Policy Review জার্নালে ১৯৮৬ সালে। তথ্য থেকে জানা যায় ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮২-৮৩ সময়ে বহুজাতিক কোম্পনীগুলো ৭৭৫.৯৮ মিলিয়ন টাকা মুনাফা এবং লভ্যাংশ বাবদ নিজ নিজ দেশে প্রেরণ করে।[৩৩] বহুজাতিক কোম্পানীগুলো মুনাফাকে প্রাধান্য দেয়, জীবনকে নয়। বাংলাদেশের ঔষধের ব্যবসায়ী বহুজাতিক সংস্থাগুলো মানুষের জীবন নিয়ে ব্যবসা করছে, লুটছে মুনাফা, অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এবং As between 1977 and 1983 at a time, when the government of Bangladesh was laying down the red carpet for foreign investors, Bangladesh one of the poorest countries in the world, was exporting capital abroad to the extent of Tk.618.3 million. It follows that unless there is a quantum escalation in new inflows of provision capital the further liberalization of provision for remittances of profits by multinational corporations will in the years ahead increse the net drainage of resources out of Bangladesh.[34]

---

[৩২] ভট্টচার্য, হরিপদ ও রহমান, মোঃ মিজানুর - আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বানিজ্যিক প্রকৃতি ও পরিধি-একটি সমীক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল, ৩য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ৮৫।

[৩৩] Task Force Report Vol-2, 1991.

[৩৪] ভট্টচার্য, হরিপদ ও রহমান, মোঃ মিজানুর - আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বানিজ্যিক প্রকৃতি ও পরিধি-একটি সমীক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল, ৩য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ৮৫।

রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা ঃ

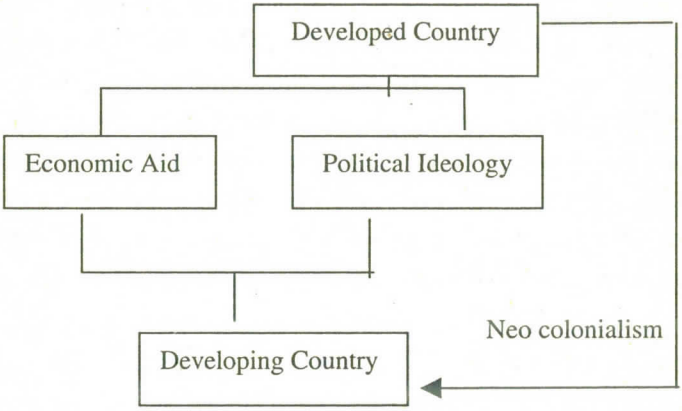

Fig - 4: Vicious circle of Neo colonialism

চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত দেশগুলোর আর্থিক অনুদান, রাজনৈতিক মতাদর্শের আলোকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অতি সুকৌশলে শাসন করছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত করছে নয়া সাম্রাজ্যবাদ যার মাধ্যমে নির্ভরশীলতা বাড়ছে।

আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন ঃ আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে আমাদের সংস্কৃতিতে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। ভেঙ্গে যাচ্ছে আমাদের মূল্যবোধ। আমরা দেশীয় মূল্যবোধ ছেড়ে ঝুঁকে পরছি অন্য দেশের সংস্কৃতির প্রতি যা আমাদের জন্য কখনই কাম্য হতে পারে না। আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্যের চাহিদা দেখা দিচ্ছে। বাইরের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে আমাদের পণ্য টিকে থাকতে পারছে না। ফলে আকাশ সংস্কৃতির কারণে আমরা নির্ভরশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়ছি যা সত্যিই বেদনাদায়ক।

উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ঃ নিজ দেশের মানুষের মতামতের চেয়ে বাইরের নীতি নির্ভর উন্নয়ন মডেলের কারণেই উন্নয়ন সংকট চলছে এদেশে। আইডিবি ভবনে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওয়ারপোব মহাপরিচালক হালিমার রহমান নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জনগণের

অংশগ্রহণ ভিত্তিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করার উপর জোর দেন। মানুষের চাহিদা ও মতামতের তোয়াক্কা না করে পানি ব্যবস্থাপনায় এত টাকা ঢালার পরও পানি উন্নয়ন বোর্ড বড় রকমের কোন সাফল্য দাবী করতে পারছে না। শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের কথামত কোন প্রকল্প গ্রহণ না করে সাধারণ মানুষের মতামত যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে দুই মিলে একটি ভাল সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সাধারণ মানুষের এই সহজাত জ্ঞানকে আমরা সবসময়ই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে সচিবালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে দালাল, সরকারি কর্মকর্তাদের ও বিশেষজ্ঞদের উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করে দেশকে পরনির্ভরশীলতার দিকে ঠেলে দিয়েছি এবং এখনও দিচ্ছি।[৩৫]

উপসংহার ঃ

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে। এর মাধ্যমে বের হয়ে আসে বাংলাদেশের দৈন্যদশা। বাংলাদেশ নির্ভর করে আছে বিদেশী সাহায্যকারী দেশ ও দাতা সংস্থার উপর আর বাংলাদেশের বাকী ৬৩টি জেলার নির্ভর করে আছে রাজধানী ঢাকার উপর। অবস্থাটা এমন, ঢাকার মুখে রোজ পাউডার - রক্তশূন্য বাংলাদেশ। উন্নত বিশ্ব নতুন সাজে সজ্জিত হচ্ছে আমাদের রক্ত শোষণ করে। এই বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে আত্মনির্ভরতার নতুন দিগন্ত। নতুবা এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরতার ফলে এদেশের আগামী প্রজন্মের মানুষের জন্য আমরা একটা বিরাট দায় সৃষ্টি করে যাচ্ছি। এ অবস্থা বদলাতে হলে পরনির্ভরতার বিকল্প উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। কিন্তু তার জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্র যন্ত্র ও কাঠামোর পরিবর্তন।

তথ্য নির্দেশিকা

ইমাম, মোহাম্মদ হাসান, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, *উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ* (সম্পাদিত), কাফি বিল্লাহ ৩৩৫ পঃ রামপুরা, ঢাকা-১২১৭। পৃষ্ঠা - ২৮৮।

হোসেন, ফেরদৌস, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩, *নির্ভরশীলতা তত্ত্ব ঃ ধারণাগত বিভিন্নতা*। রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল।

---

[৩৫] দৈনিক জনকণ্ঠ ২১শে নভেম্বর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৩।

ভূইয়া, মোঃ আব্দুল ওদুদ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, *সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা।* আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

জাহান, সেলিম, , ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, *অর্থনীতির কড়চা;* সাহিত্য প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

হোসেন, মোঃ আব্দুল ও হোসেন, মোকাম্মেল, জুলাই ১৯৯৯, *উন্নয়ন প্রসঙ্গ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত,* গতিধারা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ভট্টাচার্য, হরিপদ ও রহমান, মোঃ মিজানুর, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৩, *আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক প্রকৃতি ও পরিধি* - একটি সমীক্ষা - রাজনীতি ও অর্থনীতি জার্নাল, ৩য় সংখ্যা।

Task Force Report, Vol. - 2, 1991.

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

প্রথম আলো, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০০।

দৈনিক সংবাদ, ২রা নভেম্বর, ১৯৯৪ (সম্পাদকীয়)।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২রা নভেম্বর, ১৯৯৯।

প্রথম আলো, ৩০শে আগষ্ট, ২০০০।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২১শে নভেম্বর, ১৯৯৮।

Dos, Santos - ***Dependency Relations and political Development in Latin America:*** Some Considerations in Ibero America, Vol. - II, No. - 1.

Magnus Blomstrom and Bjorn Hettne 1980, ***Development theory in Trenition London.***